Q → কুষাণ যুগে রোম-ভারত বানিজ্যের অগ্রগতি ও সমস্যা আলোচনা কর?

অথবা

খ্রীঃ প্রথম তিন শতাব্দীতে রোম-ভারত বানিজ্যের কার্যকলাপের বিবরণ দাও?

ভারতে কুষান সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল অর্থনৈতিক কারন ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ন, এবং এই আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছিল বানিজ্যকে কেন্দ্র করে, অধ্যাপক রতিলাল মুখোপাধ্যায় কুষান সাম্রাজ্যের বিস্তারের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক কারনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আরো দেখিয়েছেন — "খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারত উপ-মহাদেশে কুষান সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এ সময়ে ভারত রোম বানিজ্য চরমশীর্ষে উপনীত হয়।" হু-হান-শু র বিবরন থেকে জানা যায় - নিম্ন-সিন্ধু উপত্যকা জয় করার ফলে কুষানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা খুবই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। 'Periplus of the Erythrian Sea' গ্রন্থে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধশালী বানিজ্যের কথা উল্লেখ আছে।

হেলেনীয় ও রোমান যুগে বহু বানিজ্যপথ ছিল যা ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশকে যুক্ত করেছিল, তবে এই বানিজ্যপথগুলির কোনটিই নিরাপদ ছিলনা, ডেভিড হোয়াইট হাউসের মতে — 'খ্রীঃ প্রথম শতকে ভারত-রোম বানিজ্য ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বানিজ্য পথ, সিন্ধু নদের নিম্ন-উপত্যকার বন্দরগুলি ভারত ও মধ্যএশিয়ার সঙ্গে স্থলপথের দ্বারা যুক্ত ছিল এবং রোমান বনিকেরা এই অঞ্চলে তাদের বানিজ্যিক কাজকর্ম চালাত, প্লিনির লেখা থেকে জানা যায় যে, হিপ্পালাস প্রথম থেকে আবিষ্কার করেন যে, ভারত মহাসাগরের উপরদিয়ে নিয়মিতভাবে মৌসুমীবায়ু বয়ে যায় তখন থেকে পারিস্থিতিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে রোমান জাহাজগুলি নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার বন্দরগুলিকে ছেড়ে ভারতের দক্ষিন-পশ্চিম উপকূলে সোজাসুজি চলে আসতে পারত এবং যাতায়াতের সময়ও কমে যায়।

III পেরিপ্লাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে (রেশমবস্ত্র ও সুতো চীন) ভারত থেকে যে রেশম ও ~~রেশমবস্ত্র~~ রোমে, তবে এটা খুবই আশ্চর্য কি কি দ্রব্য রপ্তানী হত রোমে, যে সব দ্রব্য রপ্তানী হত সেগুলি বিষয় যে ভারত থেকে যে ব্যবহার্য হত না। ভারত থেকে রপ্তানী দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য হত না, কচ্ছপের (খোলস- রোমে রপ্তানী হত হাতী, হাতির দাঁত, প্রভৃতি প্রাচ্যজাত রেশম, রেশমবস্ত্র ও সুতো চীন থেকে রোমে রপ্তানী হত এবং ভারত এখানে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করত। ~~বিভিন্ন প্রকার~~ এগুলো রপ্তানী দ্রব্যের দ্বিতীয় ভাগে ছিল — মরিচ, আদা, এলাচ, নীল, নারকেল, কাঠ তুলো, মসলিন, চন্দন এবং চাল etc, এছাড়া উত্তম প্রকারের রপ্তানী দ্রব্য ছিল মনিমুক্তো: হীরা, চুনী, নীলা, মুক্তো etc।

V ভারত থেকে বিভিন্ন প্রকার মশলা রোমে রপ্তানী হওয়ার ফল স্বরূপ সেখানে রন্ধন প্রণালী ও উত্তম খাদ্য তৈরীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে, এই পরিবর্তনের কথা জানা যায়, রোমের সর্বাধিক জনপ্রিয় Apicius এর প্রথম শতাব্দীর রান্নার বই থেকে। ভারতীয় মশলা থেকে রোমে প্রায়সই জীবনদায়ী ওষুধ তৈরী হত। প্লিনির মতে অগাস্টাসের আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের পরই রোমে মুক্তার ব্যবহার শুরু হয়। রোমের মহিলারা ভারতীয় মুক্তা কেবল হাতের আঙুলে বা কানে পরিধান করতনা, তারা জুতোতেও এই মুক্তা ব্যবহার করত। এছাড়াও রোমে ভারতীয় মসলিনের প্রচুর চাহিদা ছিল। রোমান নারীরা ভারতীয় মসলিনে দিয়ে তৈরী পোশাক পরে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শনী করত। চীন থেকে যে রেশম ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমে রোমে রপ্তানী হত এই শিল্প রোমে এতই গুরুত্বপূর্ন ছিল যে, রোমান সম্রাট Aurelian এই রেশমকে সোনার সমান মূল্যবান বলে ঘোষনা করেছিলেন। ভারত থেকে প্রশিয়

দেশগুলি থেকে রোমে ব্যাপকহারে বিলাসদ্রব্য রোমে আসার ফলে রোমের শাসকশ্রেণীর একটা অংশের লোকের অহংকার হয়।

III তবুও রোমের বিলাসদ্রব্যের চাহিদা কমে যায়নি। অগাস্টাস থেকে নিরোর সময়কাল পর্যন্ত বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুদ্রা ভারতের বিভিন্ন অংশে পাওয়া গেছে। Raschke দেখিয়েছেন— অগাস্টাস ও টাইবেরিয়াসের সময়কালে মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তিনি দেখিয়েছেন— ভারত রোম বাণিজ্য অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিরোর শাসনে ৬৪ ও ৬৩ খ্রী: রৌপ্য মুদ্রায় খাদ মেশানোর ফলে। রোম-ভারত বাণিজ্য বিষয়ে প্লিনী বলেছিলেন— রোমের সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ বাণিজ্য চলত আর ফলে রোমান মুদ্রার বহির্গমন ঘটে। ভারতে এই বাণিজ্যের সুবাদে ভারতে যে প্রচুর পরিমাণ সোনা আমদানী হত তা রোমের সমস্ত সোনার এক বিরাট অংশ ভারতে চলে যায়।" P.J. Turner— বলেছেন— প্রথম দিকে রূপার মুদ্রা দিয়ে ব্যবসা চললেও শেষে অগাস্টাসের পর স্বর্ণ মুদ্রাতেই অর্থপ্রদানের লেনদেন হত। **

IV ভারত বস্তানীর প্রতিদান হিসাবে রোমান সাম্রাজ্য থেকে আমদানী করত সূক্ষ্মবস্ত্র, পশমবস্ত্র, কাঁচের জিনিস, সুরা, লোহবাটি, তামা, সীসা, টিন, সোমলক, অর্থ প্রভৃতি। পেরিপ্লাস থেকে জানা যায়, ভারতীয় রাজপরিবারের জন্য সুন্দরী অবিবাহিত নারীও আনা হত। নানাজাতি দ্রব্যের জিনিসও আমদানী করা হত। কোলাপুরে পাওয়া গেছে। Periplus ও টলেমীর Geography গ্রন্থ থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী বন্দর ও পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে। এগুলি হল, Behardipur, সোপারা, Ponnani Colehor, পাণ্ডুচেরী; যদিও নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার কোন বন্দরের উল্লেখ নেই সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বন্দর ছিল। এ থেকে বোঝা যায় ভারত রোম

* প্রাপ্ত স্বর্ণ মুদ্রার বেশির ভাগ দক্ষিণ ভারতে এ রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে। এখানে রোমান বণিকরা বসবাস করত। দাক্ষিণাত্যে মশলা, মসলিন ও মুক্তো প্রধান ক্ষেত্র ছিল।

বাণিজ্যের প্রবাহ সিন্ধুর মোহনা পরিত্যাগ করে মহারাষ্ট্র গুজরাট উপকূলে প্রবেশ করে। সাতবাহনের, শক ও রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দ্রব্য এসব বন্দরে আনা হত ও রপ্তানি করা হত। এই বাণিজ্যপথ পরিবর্তনের জন্য রোমান সাম্রাজ্যের আর্থিক দৈন্যদশা শুরু হয় এবং সাম্রাজ্যের পতনও দেখা দেয়।

বা পরিশেষে একথা অনস্বীকার্য যে, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল রোম-ভারত বাণিজ্য থেকে যে সম্পদ আহরিত হত তা কমে যাওয়া, পরবর্তী কালে শক্তিশালী নিম্নসিন্ধু উপত্যকা অধিকার করলে কুষাণ বণিকদের লোকসান হতে থাকে। তবে এই বাণিজ্যের সুবাদে প্রতিবেশী দেশগুলো রোমান ও ভারতীয়রা একে অপরের দেশ ভ্রমণের সুযোগ পায়, একইসঙ্গে ~~[illegible]~~ ভারতে রোমান লেখকদের পরিচিতি বাড়ে। টলেমি, প্লিনি, স্ট্রাবো, পেরিপ্লাস প্রভৃতি লেখকদের লেখায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই বাণিজ্যের সুবাদে শুধু অর্থনীতিতেই প্রভাব পড়েনি, শিল্প ও সংস্কৃতিতে প্রভাব পড়েছিল। পারস্পরিক ভাব আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে এবং তেমনি মাধ্যমে পাশাপাশি যে সমৃদ্ধ ভারতীয় রোমান সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল।

৮- প্রাকৃতিক পরিবেশ কোথায় এসে কোথায় ...
জীব-জন্তু চলে যেত, ... geography ... G.M. Mukherjee ...
..., মধ্যপ্রদেশে ... থেকে ...
... থেকে ...